Sanatan Dharma

মাতঙ্গী

মাতঙ্গী দেবী সূর্য গ্রহের সাথেও সম্পর্কিত, তাই সূর্যের উপাসনা করলে দেবী তুষ্ট হন ।

মাতঙ্গী সাধনা হল দেবী মাতঙ্গীর পূজা ও আরাধনা করার একটি পদ্ধতি, যিনি দশমহাবিদ্যা নামে পরিচিত দশজন দেবীর মধ্যে নবম দেবী। এই সাধনা সাধারণত জ্ঞান, স্পষ্টতা, বাচনভঙ্গি, এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য করা হয়। এটি একটি শক্তিশালী সাধনা যা ভক্তকে ঐশ্বরিক আনন্দ এবং সুরক্ষা প্রদানে সক্ষম।

"মাতঙ্গী" শব্দের অর্থ হল "হাতি সম্পর্কিত" বা "হাতির মতো"। এটি হিন্দু দেবী দুর্গার একটি রূপ, যিনি জ্ঞান, শিল্পকলা, শব্দ এবং অতিপ্রাকৃত শক্তির দেবী হিসাবে পূজিত হন।

আরও বিশদভাবে, "মাতঙ্গী" শব্দটি এসেছে "মাতঙ্গ" শব্দ থেকে, যার অর্থ হাতি। তাই, "মাতঙ্গী" শব্দের অর্থ "হাতির সাথে সম্পর্কিত" বা "হাতির মতো"। হিন্দু ধর্মে, মাতঙ্গীকে দশমহাবিদ্যা (দশজন প্রধান দেবী) এর একজন হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। তিনি দেবী দুর্গার একটি রূপ এবং জ্ঞান, শিল্পকলা, সঙ্গীত, এবং ভাষার

দেবী হিসাবে পূজিত হন।
কিছু ক্ষেত্রে, মাতঙ্গীকে "রাজমাতঙ্গী" বা "মন্ত্রিনি দেবী" নামেও উল্লেখ করা হয়, যা তার রাণী বা মন্ত্রীর ভূমিকার ইঙ্গিত করে। তাকে প্রায়শই তোতাপাখি এবং বীণা (একটি বাদ্যযন্ত্র) হাতে চিত্রিত করা হয়, যা তার জ্ঞান এবং শিল্পকলার প্রতি আকর্ষণ নির্দেশ করে।

সংক্ষেপে, "মাতঙ্গী" শব্দের অর্থ হল হাতি সম্পর্কিত বা হাতির মতো, এবং এটি হিন্দু দেবী দুর্গার একটি রূপ যা জ্ঞান, শিল্পকলা, এবং সঙ্গীতের দেবী হিসেবে পূজিত হন.

মা মাতঙ্গী স্তোত্র হল দেবী মাতঙ্গীর উদ্দেশ্যে রচিত একটি স্তোত্র বা মন্ত্র। এটি দেবী মাতঙ্গীর বিভিন্ন রূপের বর্ণনা ও স্তুতি করে পাঠ করা হয়। মাতঙ্গী দেবী, দশমহাবিদ্যার অন্যতম এবং সঙ্গীত, শিক্ষা ও বাগ্মিতার দেবী হিসেবে পূজিত হন।

মাতঙ্গী সাধনার কিছু মূল বিষয়: **********

দেবী মাতঙ্গী:-দেবী মাতঙ্গী হলেন জ্ঞান, সঙ্গীত, চারুকলা, এবং বাচনভঙ্গির দেবী। তিনি মহাবিদ্যা নামে পরিচিত দশজন দেবীর একজন, এবং তার পূজা সাধারণত আধ্যাত্মিক শক্তি লাভের জন্য করা হয়।

সাধনার উদ্দেশ্য:--মাতঙ্গী সাধনা সাধারণত জ্ঞান, স্পষ্টতা, বাচনভঙ্গি, এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য করা হয়। এটি ভক্তকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা লাভের পাশাপাশি তার জীবনে আনন্দ ও সমৃদ্ধি আনতেও সহায়তা করে।

মন্ত্র ও জপ:---মাতঙ্গী সাধনার জন্য বিভিন্ন মন্ত্র রয়েছে, যার মধ্যে "ওঁ হ্রীম ক্লিং হুম মাতঙ্গ্যৈ ফত” এবং “ওঁ হ্রীম ঐং নমো ভগবতী উচ্ছিষ্ট চণ্ডালী শ্রী মাতঙ্গেশ্বরী সর্বজনবশঙ্করী স্বাহা” উল্লেখযোগ্য। এই মন্ত্রগুলি নির্দিষ্ট সংখ্যক বার জপ করা হয়, যা ভক্তের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

ধ্যান ও পূজা:--মাতঙ্গী দেবীর রূপ ও গুণাবলীর ধ্যান করা এবং তার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উপাচার নিবেদন করাও সাধনার একটি অংশ।

গুরু দীক্ষা:--সাধারণত, মাতঙ্গী সাধনা গুরু বা শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে করা উচিত, যিনি মন্ত্র, পূজা পদ্ধতি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সম্পর্কে সঠিক নির্দেশনা দিতে পারেন।

সতর্কতা:--মাতঙ্গী সাধনা একটি শক্তিশালী সাধনা, তাই এটি সঠিক পদ্ধতিতে করা উচিত এবং গুরু বা শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে করাই বাঞ্ছনীয়।
মাতঙ্গী সাধনা একটি গভীর ও শক্তিশালী প্রক্রিয়া যা ভক্তকে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে চালিত করতে পারে। এই সাধনার মাধ্যমে, ভক্তরা জ্ঞান, আনন্দ, এবং ঐশ্বরিক আশীর্বাদ লাভ করতে পারে।

মাতঙ্গী স্তোত্রের কিছু অংশ নিচে দেওয়া হল:------

"ধ্যায়েৎ রত্নপীঠে শুককলপঠিতং শৃন্বতীং শ্যামলাঙ্গীম্ । মাতঙ্গীং শঙ্খপাত্রং মধুরমধুমদাং চিত্রকোদ্ভাসিভালাম্ ।" - এই মন্ত্রে দেবী মাতঙ্গীর ধ্যান বর্ণিত হয়েছে, যেখানে তিনি রত্নখচিত আসনে উপবিষ্ট, শুকপাখীর কথা শুনছেন, শ্যামবর্ণা এবং হাতে শঙ্খ ও মধু পাত্র ধারণ করে আছেন।

"ওঁ নমো ভগবতি মাতঙ্গী সর্ব্বমঙ্গলকারিণী স্বাহা" - এই মন্ত্রে দেবীকে সর্ব-মঙ্গলকারিণী হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে।

মাতঙ্গী স্তোত্র পাঠের মাধ্যমে দেবী মাতঙ্গীর কৃপা ও আশীর্বাদ লাভ করা যায় বলে বিশ্বাস করা হয়।

মাতঙ্গী স্তোত্র পাঠের কিছু উপকারিতা:---------

বাক্ সিদ্ধি: স্তোত্র পাঠে বাক্ শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং ব্যক্তি স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে কথা বলতে সক্ষম হন।

জ্ঞান ও বুদ্ধি: দেবী মাতঙ্গীকে বিদ্যার দেবী হিসেবেও পূজা করা হয়, তাই তার স্তোত্র পাঠে জ্ঞান ও বুদ্ধি বৃদ্ধি পায়।

সৃষ্টিশীলতা: মাতঙ্গী দেবী সঙ্গীতের দেবী, তাই তার স্তোত্র পাঠে সৃজনশীলতা ও শিল্পকলার প্রতি আকর্ষণ বাড়ে।

ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি: দেবী মাতঙ্গী ঐশ্বর্যের দেবী লক্ষ্মীরও একটি রূপ, তাই তার স্তোত্র পাঠে ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি লাভ করা যায়।

সুরক্ষা: মাতঙ্গী দেবী তার ভক্তদের অশুভ শক্তি থেকে রক্ষা করেন।
আপনি যদি মাতঙ্গী স্তোত্র বা মন্ত্রের সম্পূর্ণ পাঠ অথবা আরও বিস্তারিত তথ্য জানতে চান, তাহলে এই বিষয়ে অভিজ্ঞ কারো সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

সরস্বতীর তান্ত্রিক রূপ মাতঙ্গী!
দেবী সরস্বতী সম্পর্কে বেশিরভাগ মানুষই জানলেও, দেবী মাতঙ্গীর কথা খুব কম জন জানেন। দেশের কিছু অঞ্চলে সরস্বতী পূজিত হন সম্পূর্ণ অন্য রূপে, যার নাম মাতঙ্গী।
দশমহাবিদ্যার নবম রূপ এবং দেবী সরস্বতীর তান্ত্রিক রূপই হল দেবী মাতঙ্গী।
দেবী মাতঙ্গীর আরেক নাম 'উচ্ছিষ্টা চণ্ডালিনী' ।
শাস্ত্রজ্ঞরা বিশ্লেষণ করেন, যখন দেবী মহাকালীর রুদ্ররূপিণী পাপনাশিনী রূপ এবং দেবী সরস্বতীর অসীম জ্ঞান একইরূপে মিলিত হয়, তখন সৃষ্টি হয় দেবী মাতঙ্গীর। এজন্যে একমাত্র জ্ঞান ও শক্তির মিলিত রূপই পারে পাপকে ধ্বংস করে পৃথিবীতে পুণ্যের আলো ছড়িয়ে দিতে।
দেবী সরস্বতীর ও দেবী মাতঙ্গীর পার্থক্য :-----

1. সরস্বতী শ্বেতবর্ণা, একহাতে বীণা এবং অন্যহাতে পুস্তক থাকে। মাতঙ্গী শ্যামবর্ণা। তাঁর চার হাতে বীণা, বরাভয় বা অভয় মুদ্রা, নর - করোটি এবং খড়্গ থাকে। এই নর- করোটির উপর আবার বসে থাকে টিয়াপাখি।
2. দেবী সরস্বতী শ্বেতবসনা, অন্যদিকে মাতঙ্গী ঠিক বিপরীত- রক্তবসনা। তবে এক্ষেত্রে রয়েছে একটি বৈশিষ্ট্য। রক্তবসন এই দেবীর পরিধান নয়। রজঃস্বলা নারীর মাসিক প্রবাহ দ্বারা রঞ্জিত বস্ত্রই মাতঙ্গীর পরিধান। 3. সরস্বতীর বাহন রাজহংস। দেবী মাতঙ্গীর সহচর টিয়া পাখি। কথিত আছে টিয়া পাখি ভবিষ্যৎদ্রষ্টা এবং মহাজ্ঞানী।
4. সরস্বতীকে ভোগ হিসাবে নিবেদন করা হয়, ফল, মিষ্টি, খিচুড়ি, বাসন্তী পোলাও এবং অন্যান্য নিরামিষ সুদ্ধ খাবার। তবে শুনলে অবাক হবেন, দেবী মাতঙ্গীর মনুষ্য উচ্ছিষ্ট খাবার ভোগ হিসাবে গ্রহণ করেন। তা সে নিরামিষ হোক কিংবা আমিষ। আর এই ভোগের কারণেই তাঁর আরেক নাম 'উচ্ছিষ্টা চণ্ডালিনী'। শাস্ত্রজ্ঞরা মনে করেন, দেবী মাতঙ্গী তাঁর ভক্তদের অন্তরের দুর্নীতি, পরশ্রীকাতরতা এবং কুণ্ঠাবোধের সমস্ত ক্লেদ নিজ অঙ্গে গ্রহণ করে মানুষের অন্তর শুদ্ধি করেন। মানুষের মধ্যেই তাঁর উপস্থিতি।
মাতঙ্গী দেবী সূর্য গ্রহের সাথেও সম্পর্কিত, তাই সূর্যের উপাসনা করলে দেবী তুষ্ট হন ।

Published on: Jun, 05 2025 13:29